R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
১২ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১৩ সাল ।
২রা আগষ্ট ২০০৬ সাল ।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

রাজনীতি প্রাধান্য পাওয়ায় আজ স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা সব কিছু হারিয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুলে গত ২৬ জুলাই গণিতের শিক্ষক কাজেম সেখের সঙ্গে উমরপুরের জনৈক যুবক মিন্টু সেখের গন্ডগোল থামাতে পুলিশ ডাকতে হয় । জানা যায়, ঐ দিন বেলা ১১টা নাগাদ স্কুল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিন্টু সেখ । কাজেম সেখ স্কুলে ঢোকার মুখে ছেলেটিকে দেখে কেন দাঁড়িয়ে আছে জানতে চান । মিন্টু এর কোন সদুত্তর না দিলে কাজেম নাকি ওকে রোয়াবি কায়দায় চলে যেতে বলেন । এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয় । কাজেম ছেলেটির কলার ধরে স্কুলের ভিতর নিয়ে যান । তার পিছনে ৩/৪শো ছাত্রের দল । শিক্ষকের নির্দেশ পেলেই মিন্টুর ওপর হামলা শুরু করবে এই ধরনের হাবভাব তাদের । হালচাল দেখে প্রধান ও সহ প্রধান শিক্ষক তাঁদের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন । এর মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ থানায় আই সিকে ফোনও করা হয়ে যায় । স্কুল শুরুর মুখে কো-এডুকেশন স্কুলে এক ধুন্ধুমার কান্ড চলে । পুলিশের কাছে উভয়ে তাদের জবানবন্দী দেন । মিন্টু সেখ ঐ স্কুলের এক শিক্ষকের কাছ থেকে নোট নেবার জন্য এসেছিলেন জানান । ছেলেটিই প্রথমে তার কলার ধরে বলে কাজেম সেখ পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন । উভয়ের কাজ থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে আই সি চলে যান । এই প্রসঙ্গে গণিতের শিক্ষক কাজেম সেখের (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভরা নদীতে পার বাঁধানোর কাজ বন্ধ হোক—পুরপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পারে সদরঘাট থেকে কলেজ পর্যন্ত ভাগীরথীর দীর্ঘ ফাটল মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে । ইরিগেশন দপ্তর থেকে ঐ কাজের জন্য প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয় । ফাটল মেরামতের নামে বর্তমানে পারের ধার বরাবর বোল্ডার সাজানো হচ্ছে । ভরপুর বর্ষায় নদীর ধারে বোল্ডার সাজাতে গিয়ে বহু বোল্ডার জলে গড়িয়ে নষ্ট হচ্ছে । এই ধরনের লোক দেখানো কাজে দপ্তর কর্মীদের পকেট ভারির সঙ্গে জঙ্গিপুরের মানুষ কতটা উপকৃত হবে এ প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবে চলে আসছে । এ প্রসঙ্গে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন, তিনি ভাঙন রোধের কাজের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন । বর্ষায় ভরা নদীর ধারে এইভাবে বোল্ডার ফেললে অর্থ অপচয় ছাড়া কিছু হবে না । বর্ষার পর জল কিছুটা কমলে কাজটা করার জন্য বারবার বলেন । কিন্তু মহাবীরতলার কয়েকজনের মাতব্বরিতে ইরিগেশন দপ্তর কাজ শুরু করে দেয় । মৃগাঙ্ক আরো জানান, লোকজন নিয়ে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়া যেত । কিন্তু কোন ঝামেলায় না গিয়ে ইরিগেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে পুরসভা থেকে এখনই কাজ বন্ধ করার জন্য চিঠি দিচ্ছি ।

একজনের সংযোগ থেকে সব দোকানে বিদ্যুৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বাস ষ্ট্যান্ড এলাকার ২৫/৩০টি দোকান সন্ধ্যে থেকে রাত অবধি জেনারেটরের মাধ্যমে আলোকিত থাকে । কিন্তু দিনের বেলায় দোকান পিছু একটা ফ্যান ও একটা টিউবের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব পালন করছেন ওখানকার সর্বমঙ্গলা টেলি বুথের সর্বময় কর্তা গোরা গোস্বামী বলে খবর । জঙ্গিপুর বিদ্যুৎ দপ্তরের করিতকর্মা ষ্টেশন সুপার কৃষ্ণ দাস কোন্ যাদুর স্পর্শে এই ধরনের ব্যবসা দীর্ঘ দিন ধরে চলতে মদত যোগাচ্ছেন (শেষ পৃষ্ঠায়)

সামসেরগঞ্জ থানা এলাকায় ভূয়ো রেশন কার্ড নাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানা এলাকায় ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৬৫ জন বাস করেন । কিন্তু এই এলাকায় রেশন কার্ড আছে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৮ । তার ফলে এখানে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের থেকে রেশন কার্ড কম । এই এলাকার ফুড ইন্সপেক্টর অমল ব্যানার্জী জানান, অন্তর্দ্বয় ও বিপিএল কার্ড সম্বন্ধে যদি কোন ব্যক্তি ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কার্ড নিয়ে থাকেন তা হলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে । তিনি আরো জানান, বহু মৃত ব্যক্তির কার্ড তিনি বাতিল করলেও নতুন কার্ড দিতে এখন পারছেন না । ফলে বহু মানুষ অফিসে এসে হয়রান হচ্ছেন ।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয় । পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

পরীক্ষায় নয়া প্রথা

প্রগতিশীল শিবিরের লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় তাঁহার 'পাশফেল' গল্পে সমকালীন পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন—প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা যেন ভাগ্যের জুয়াখেলা—সেই খেলায় কেহ হারে আবার কেহ জিতে। বিমলের মত সাধারণ ছাত্রেরা অসফল আর নীরেনের মত অল্প সংখ্যক উজ্জ্বল ছাত্রেরা কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। তবুও তাহার মনে ক্ষোভ থাকিয়া যায়—যদি একটা 'প্রাইভেট' পাইত তবে আরো ভালো ফল করিতে পারিত। উহারা উভয়েই ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বিদ্যালয়ের বেতন জোগাইতে মা-বাবা নাজেহাল, পরীক্ষার ফি দিতে গিয়া বাবাকে তাহার স্ত্রীর গহনা বন্ধকী দিতে হয়। সেই সময় ছিল দেশে বিদেশী শাসনের কাল।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। সময়ের নদীতে অনেক স্রোত বহিয়া গিয়াছে। অনেক পরিবর্তন, পরিবর্জন, পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে শিক্ষায় এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায়। সেই সময়ে ছাত্রদের একটি টিউটর দিবার মত সাধ্য ছিল না। এখন প্রতি ছাত্রের নিদেনপক্ষে ৫/৬টি টিউটর আছেন। তবে কী অভিভাবকদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট বাড়িয়াছে? ইহার উত্তর ভুক্তভোগী অভিভাবকেরাই ভাল দিতে পারিবেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহশিক্ষকের ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে; বিদ্যালয় শিক্ষক বনাম বেকার ডিগ্রিপ্রাপ্ত টিউটরদের মধ্যে দ্বৈরথ চলিতেছে। ইহাতে কিছু কিছু অভিভাবক প্রমাদ গণিতেছেন। বিদ্যালয়ে যদি ঠিকমত পড়াশোনা হয় তবে গৃহ-শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? অবশ্য এই বক্তব্যের সমর্থনে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া হইতে পারে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি।

যে সংবাদটি সদ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইল উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন। শোনা যাইতেছে সামনে বৎসর হইতে দ্বাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার মার্কসিটে 'গ্রেডেশন' প্রথা চালু হইতেছে।

পরীক্ষার্থীর মার্কসিটে গ্র্যান্ড টোটাল অর্থাৎ প্রাপ্ত মোট নম্বর লেখা থাকিবে না। প্রতিটি বিষয়ের আলাদা নম্বর থাকিবে এবং পাশাপাশি থাকিবে "গ্রেড"। সার্বিকভাবে পরীক্ষার্থী কত নম্বর পাইল তাহার যোগফল দেখান হইবে না। থাকিবেনা কোন্ বিভাগে উত্তীর্ণ হইল তাহার উল্লেখ। এই 'গ্রেড' প্রথা পাঁচ স্তরের। ৮০ হইতে ১০০ নম্বর পর্যন্ত হইবে এ (একসেলেন্ট) ৬০—৭৯ হইবে 'এ' গ্রেড (ভেরি গুড); ৪৫—৫৯ হইবে 'বি' গ্রেড (গুড); ৩০—৪৪ হইবে 'সি' গ্রেড (স্যাটিসফাক্টর) এবং ৩০ এর নীচে হইলে 'ডি' গ্রেড অর্থাৎ ডিসকোয়ালিফাইড বলিয়া ঘোষিত হইবে। উচ্চ মাধ্যমিকে পাশ করিতে হইলে পরীক্ষার্থীকে দুইটি ভাষা এবং তিনটি বাধ্যতামূলক বিষয়ের প্রতিটিতে অন্তত ৩০ নম্বর পাইতে হইবে। তাহা ছাড়া পরিবেশের লিখিত এবং প্রকল্প মিলাইয়া ৩০ শতাংশ নম্বর পরীক্ষার্থীকে তুলিতে হইবে। এখানেও 'গ্রেড' দেওয়া হইবে। পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটে ডিভিশনের বদলে 'পাশ' শব্দটি লেখা থাকিবে।

সংবাদে প্রকাশ—এই প্রথার নাম নাকি ইনডাইরেক্ট গ্রেডিং। 'নয়া পাঠক্রম, পরীক্ষা বিভাজন প্রভৃতির মাধ্যমে সাম্প্রতিককালে যে সব পরিবর্তন আনা হইয়াছে, মার্কসীটে নম্বরের যোগফল তুলে দেওয়া তাহারই একটা ধাপ।"

এই ব্যবস্থা সম্পকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন সি বি এস সি পরীক্ষায় এই প্রথা চালু আছে। কাহারো মতে গ্রেড চালু হইলেও কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে নম্বরের প্রাধান্য থাকিবে। আবার কেহ মত পোষণ করেন —"গ্রেড প্রথা চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সামান্য কমবে বলে মনে হয়। কিন্তু কলেজে ভর্তির ব্যাপারে এই নতুন পদ্ধতি কতটা কার্যকর হবে, তা এখন বলা যাচ্ছে না।" আবার কাহারো অভিমত—গ্রেড দেওয়া হইলেও পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর এখনই প্রাধান্য হারাবে না। মোট কথা দীর্ঘদিনের একটি প্রথাকে তুলিতে যাইবার প্রাক্কালে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা অনেকেই মনে করিতেছেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

১৪ই জুন ২০০৬ প্রকাশিত আপনার পত্রিকায় সুভাষ রবিদাসের 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে' শিরোনামাঙ্কিত চিঠির কয়েকটি কথায় বিস্মিত হয়েছি। পত্রলেখক বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের ভাষা ছিল অতি সাধারণ, যেখানে পাঠকের কালসমান বুদ্ধি অনায়াসে প্রবেশ করে, কিন্তু আজকের কবি—লেখকদের রচনা পড়তে গেলে পাঠককে হতে হয় সার্বিক বোদ্ধা। বুদ্ধিকে করতে হয় সূঁচের মত সূক্ষ্ম।" উপরোক্ত কথাগুলিতে সুভাষ-বাবু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সে ধারণা পোষণ করেছেন তা কি অনিন্দ্য সুন্দরভাবে গ্রহণযোগ্য? রবীন্দ্রনাথের ভাষা ছিল অতি সাধারণ তা ঠিক। কিন্তু কবিগুরু যে এই সাধারণ ভাষা দিয়েই ভারতীয় সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করেছেন তা কি পত্রদাতার জ্ঞান-গোচরে নেই? প্রসঙ্গত উদ্ধার করছি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' বইটি থেকে এই কথাকটি "... ... ... আর একথা কে না জানে যে সব চাইতে সহজ করে বলতে পারাটা সব চাইতে কঠিন কাজ।" মহাসমুদ্র সদৃশ রবীন্দ্র সাহিত্যের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে এই 'অতি সাধারণ' কথার মাধ্যমে অসাধারণের প্রকাশের প্রয়াস। আসলে রবীন্দ্রনাথ তো এই অতি সাধারণ ভাষার দ্বারাই রূপের মধ্যে অরূপ, আদির মধ্যে অনাদী, বচনীয়র মধ্যে অনির্বচনীয়র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর বহুধাবিভক্ত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য থেকে একটি-দুটি উদাহরণ উদ্ধার করছি, যেখানে তিনি অতি সাধারণ ভাষায় অসাধারণত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন—'চিত্রা' (১৮৯৬), 'বলাকা' (১৯১৬)—এই কাব্যগ্রন্থ দুটির ভাষা। 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)—এই উপন্যাসটির ভাষা। 'ছোট ও বড়' প্রবন্ধের ভাষা। 'কঙ্কাল' (ফাল্গুন ১২৯৮) ও 'শেষের রাত্রি' (আশ্বিন ১৩২১)—এই ছোট গল্প দুটির ভাষা। 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'মুক্তধারা' (১৯২২) ও 'অচলায়তন' (১৯১১)—এই তিনটি নাটকের ভাষা।

রবীন্দ্র রচনায় 'পাঠকের কালসমান বুদ্ধি অনায়াসে প্রবেশ করে' ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্র রচনার প্রকৃত সারসত্যের অনুধাবন কি প্রকৃতই অনায়াসসাধ্য। আজকের অর্থাৎ আধুনিক কবি লেখকদের রচনা পড়তে গেলে পাঠককে সার্বিক বোদ্ধা হতে হয়—ঠিক কথা, তবে কি রবীন্দ্র রচনা অনুধাবনের জন্য সূঁচের মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন নেই? এই অবকাশে জানিয়ে রাখি যে আজকের কবি লেখকদের রচনা কিন্তু সর্বজনবোধ্য নয়। এর কারণ—প্রথমতঃ অতুল গুপ্ত কথিত 'সহৃদয় পাঠক'-এর অভাব। (পর পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসের ডেপুটেশন ঃ পুরসভায়—বিডিও অফিসে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৪ জুলাই বিকেলে ধুলিয়ান পৌরসভায় চেয়ার পার্সন চেনবানু বিবির কাছে ১৮ দফা দাবী নিয়ে কংগ্রেস ডেপুটেশন দেয়। ঐ সময় পৌরসভার সামনে প্রায় ৫ হাজার লোকের জমায়েতে পৌর দুর্নীতির নানা কথা বলেন ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক, ধুলিয়ানের প্রাক্তন পৌরপিতা সওদাগর আলি, বিরোধী দলনেতা সফর আলি। বিধায়ক তাঁর বক্তব্যে বলেন, চেয়ার পার্সন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে শৌচাগার নির্মাণের টেন্ডার পাইয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর দেবরকে এবং দুই সিপিএম পার্টি কর্মীকে। সেই টেন্ডার কংগ্রেস এবং অন্যান্য ঠিকাদারদের চাপে বাতিল করতে বাধ্য হন। এছাড়াও শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে না। তার ফলে মশার উপদ্রব প্রচন্ড বেড়েছে। জলের অভাব। এতসব ঘটনা বর্তমান চেয়ার পার্সন জেনেও চুপ আছেন। ধুলিয়ান টাউন কংগ্রেস কার্যকরী সভাপতি বাবলু মন্ডল জানালেন, ধুলিয়ান শহরের প্রায় রাস্তায় আলো জ্বলে না। অতি নিম্নমানের বাল্ব ব্যবহার করায় ২/৩ দিনের মধ্যে অকেজো হয়ে যায়। তারপর আবার সেই অন্ধকার। বার বার দপ্তরে খবর দিলেও বাল্ব লাগানো হয় না। কংগ্রেসী পেশায় ঠিকাদারদের সাথে খুবই খারাপ আচরণ করে বর্তমান বোর্ড। কাউন্সিলার দিলীপ সরকার বলেন, জলের জন্য নতুন পাম্প বসানোর যে সমস্ত সরঞ্জাম কেনা হয়েছে তা খুবই নিম্নমানের। এর ফলে পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলার মনসুর আলির অসততা প্রকাশ্যে চলে আসে। গত ৩ জুলাই সামসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৩ দফা দাবী নিয়ে স্থানীয় বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেয়া হয়। ডেপুটেশনে প্রায় ১০০০ কর্মী জমায়েত হয়। সামসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তপন সরকার জানান, সরকার সাধারণ মানুষের জন্য যে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে তার অপব্যবহার বরছে কিছু সরকারী কর্মচারী। সামসেরগঞ্জ ব্লকে কোন নতুন রেশন কার্ড দিচ্ছে না। তার ফলে বহু শিক্ষিত বেকার এক্সচেঞ্জে কার্ড করতে পারছে না। বিপিএল তালিকায় প্রকৃত গরীব মানুষের নাম নেই। কিছু বামপন্থী সমর্থকের নাম আছে। এই সব তালিকা সংশোধন করে প্রকৃত গরীব মানুষের নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে। যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সোহরাব আলি বলেন, সামসেরগঞ্জ ব্লকের সরকারী কর্মচারীদের একাংশের দলবাজির ফলে প্রকৃত গরীবরা বিপিএল তালিকায় স্থান পাননি। যাদের পাকা বাড়ী আছে তারা স্থান পাচ্ছে। সোহরাব উদাহরণ দেন—ধুলিয়ান ১৩নং ওয়ার্ডের গুঁড়িপাড়ায় প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকে। এখানে অনেক বিধবা ভিক্ষা করে, তাদের নাম বিপিএল তালিকায় নাই। অথচ নির্বাচনে ঐ ওয়ার্ডে বামপন্থীরাই জয়ী হয়। সেখানে বামপন্থী কাউন্সিলাররা সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে কাজ করে। তার অবসান হওয়া দরকার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস সেবাদল থেকে কেতারুদ্দিন।

রান্নার গ্যাস সিলিণ্ডার সরবরাহকারীর আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামবাটী গ্রামের রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহকারী ভ্যান-চালক তপন হাজরা গত ১৯ জুলাই বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। জানা যায়, কয়েকজন গ্রাহকের ডবল সিলিন্ডারের প্রয়োজন মেটাতে তপন রঘুনাথগঞ্জে গ্যাস ডিলারের সাথে কথা বলেন এবং ডিলারের চাহিদা মতো টাকা গ্রাহকদের থেকে আদায় করে ডিলারকে জমা দেন। কয়েক-দিন পরে সিলিন্ডার আনতে গেলে উক্ত ডিলার টাকা দেওয়ার কথা নাকি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। এই কথা তপন গ্রাহকদের জানালে কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। টাকা ফেরৎ দেবার জন্য তার ওপর চাপ দেয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে দিশেহারা হয়ে তপন এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হন বলে তার আত্মীয়রা জানান।

বাম প্রার্থীকে জয়ী করায় অভিনন্দন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্তরের বাসিন্দাদের নিয়ে সিপিআই (এম) বাজারপাড়া শাখা কমিটি সম্প্রতি এক সভা করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জোনাল সম্পাদক দিব্যচরণ শুকুল, জেলা সদস্য উদয় ঘোষ ও জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। বর্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন এবং নির্বাচনে বাম প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য ওয়ার্ডের সমস্ত জনগণকে অভিনন্দন জানান। সভার সভাপতি জোনাল কমিটির সদস্য শত্রুঘ্ন সরকারও ঐ ওয়ার্ডের মানুষকে অভিনন্দন জানান।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে (২য় পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয়তঃ জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' অতএব যাঁরা কবি নন তাঁদের কবিতা যে সর্বজন-বোধ্য হবে না তা তো বলাই বাহুল্য। তৃতীয়তঃ হাংরি আন্দোলন প্রসূত কবিতা, ডাডাবাদী কবিতা, **মেটাফিজিক্যাল** গন্ধী কবিতা বা ইমোজিষ্ট আবহ নিয়ে রচিত অনেক কবিতাই উক্ত বৈশিষ্ট্যের ধারে কাছে দিয়ে যায় না, ফলতঃ পাঠককে হোঁচট খেতে হয়। আজকের রচনা অর্থাৎ আধুনিক রচনার সৃষ্টির মূলেও আছেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যে, কবিতায় আধুনিকতার প্রসঙ্গটি যতবারই এসেছে ততবারই উচ্চারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাম। বুদ্ধদেব বসু পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই বলেছেন—'যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাববোধ জেগে উঠলো—বদ্ধ প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতায় লিখেছেন—'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত অন্তত মুক্তি প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।' অর্থাৎ আজকের কবি লেখকদের সৃষ্টির মূল প্রেরণায় মূল প্রসঙ্গে বারবার আসছেন রবীন্দ্রনাথ, তার এই কারণেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'আধুনিকোত্তম'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অন্যতম রবীন্দ্র বিরোধী এবং কল্লোল-যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে একজন। আসলে যাঁরা রবীন্দ্র বিরোধীতা করেছিলেন তাঁদের অন্তরের অন্তস্থলে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা, রবীন্দ্র বিরোধীতা প্রসিদ্ধ প্রকট-ভাবে ছিল না। আর এঁদের রবীন্দ্র বিরোধিতার কারণগুলো মনে হয় ছিল। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথের চক্ষুগোচর হওয়া। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় সময়ে যাঁরা যুবক যৌবনের মাদকতার জন্যই তাঁদের মধ্যে বিরোধিতা করার প্রয়াস ছিল সহজাত। তাই বারেবারে রবীন্দ্রনাথের প্রতি, তাঁর সৃষ্টির প্রতি আধুনিকদের ছিল সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী। যেমন, বুদ্ধদেব বসু লিখলেন—

"তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান শয্যায়
সংক্রামিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়;
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা।" (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

রণময় সরকার/রঘুনাথগঞ্জ

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জে পার্থ নাথের ইট ভাটা লাগোয়া সদর রাস্তার উপর তিন কাঠা জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগ—মোবাইল ঃ ৯২৩১৫২৮০০০/

ধনপতনগরের মানুষদের জন্য নয়া ব্রীজ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর থেকে ধনপতনগর নদীর ধার বরাবর রাস্তায় যে বাঁশের সেতুটি এতদিন ছিল, পৌরসভার অর্থানুকূল্যে সেখানে পাকা ব্রীজ করে পুর কর্তৃপক্ষ এলাকার মানুষের ধন্যবাদাহ হলেন। পাশাপাশি জনসাধারণের রাত-দিনের যাতায়াতের সমস্যা কিছুটা লাঘব হলো।

নিয়ম-শৃঙ্খলা সব কিছু হারিয়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঔদ্ধত্যের কিছু অভিযোগ পাওয়া যায়। ২০০৫ এর এপ্রিলের দিকে কাজেম বাড়ালা স্কুলে যোগ দেন। ছাত্র মহলে দ্রুত জনপ্রিয় হতে স্কুলের শিক্ষক সঞ্জীব ঘোষ, সাইফুদ্দিন সেখ, দুলাল সাহা এই ধরনের কয়েকজনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের উসকানি দিয়ে ২০০৫এর জুনের দিকে কাজেমের পূর্ণ সমর্থনে তিনতলার ক্লাসরুমে টেবিল চেয়ার, বেঞ্চ, ফ্যান ভাঙচুর হয়। এই ঘটনার পর স্কুল বিপন্ন জিগির তুলে কয়েকজন গ্রামবাসীর উদ্যোগে মাইকিং করে অভি-ভাবকদের সভা ডাকা হয় স্কুলে। সেখানে নির্দিষ্ট কয়েকজন শিক্ষককে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে চরম অপমানও করা হয়। ম্যানেজিং কমিটির জনৈক সদস্য নুর ইসলাম (দুবান) স্কুলের শৃংখলা রক্ষায় কাজেম সেখের উপর পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হলো বলে ঐ সভায় ঘোষণাও নাকি করেন। এরপর কাজেম সেখ ক্ষমতার মদমত্ততায় ছাত্রছাত্রীদের ওপর শাসনের নামে অত্যাচার শুরু করেন। পড়া না পারলে কান ধরে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা, কোন গরীব ছাত্রের স্কুল ড্রেস তৈরীতে দেরী হলে তাকে ক্লাসে বসতে না দেয়া, কিছু উচ্ছৃংখল ছাত্রকে হাত করে প্রধান শিক্ষককে পর্যন্ত বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে শুরু করেন কাজেম সাহেব। যার ফলে ক্লাস রুমের ঘর বন্ধ করে ব্লু ফ্লিম দেখলেও জঘন্য অপরাধের কোন শাস্তি হয় না। প্রধান শিক্ষককে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে প্রার্থনা অনুষ্ঠানেও ছড়ি নিয়ে ঘুরতে হয়। বাড়ালা স্কুলের সর্বময় কর্তা এক সময়ে ঐ স্কুলের দাপুটে হেড মাস্টার বর্তমান সেক্রেটারী মহঃ সোহরাব স্কুলের সব কিছুর মধ্যে রাজনীতিকে প্রাধান্য দেয়ায় আজ স্কুলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রাজনীতির ভুত বাসা বেঁধেছে। ওখানে নিয়ম-শৃংখলা বলতে কিছু নেই।

সব দোকানে বিদ্যুৎ (১ম পৃষ্ঠার পর)

সেটা এলাকার মানুষ ভালো জানবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর আগে সম্মতিনগর তালতলা এলাকার এক হাজীর বাড়ী থেকেও একইভাবে সম্মতিনগর বাজার এলাকায় বেশ কিছু দোকানে বিদ্যুৎ দেয়া হতো। পরে বখরা নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তর কর্মীদের সঙ্গে গন্ডগোল বাধায় হাজী সাহেবের বিদ্যুৎ কেলেঙ্কারী ওরাই ফাঁস করে দেয়। হাজী সাহেব পুলিশের হাতে ধরা পড়ে হাজতবাস করে শেষে জামিন পান।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে নার্সিং স্টাফকে শোকজ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলা ইমুনাইজেশন অফিসার গত সপ্তাহে হঠাৎ জঙ্গিপুর হাসপাতালের শিশু বিভাগে গিয়ে একজন জি ডি একে শিশুকে ইনজেকসন করতে দেখেন। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন এখানে সব বিভাগেই জি ডি এদের দিয়ে ইনজেকসন দেয়ার নিয়ম চালু আছে। নার্সিং স্টাফ কাজল দত্তকে তিনি শোকজ করেন। সুপারকে জিজ্ঞেস করে এর কোন সদুত্তর পাননি ঐ অফিসার বলে জানা যায়।

যুবককে কিডন্যাপিং এর চেষ্টা ব্যর্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩১ জুলাই রাত ১০টা নাগাদ রঘুনাথ-গঞ্জ শহরে ১৫নং ওয়ার্ডে মালপাড়ার সদর রাস্তা থেকে স্থানীয় যুবক কিরণ দাসকে কিডন্যাপিং এর চেষ্টা করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। তারা চলন্ত মারুতি ভ্যানে কিরণকে তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কিরণ সমস্ত ঘটনা জানিয়ে থানায় অভিযোগ করেন। কেন তাকে কিডন্যাপিং করতে এলো সেটা এখনও রহস্যের মধ্যে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

ফারাক্কা ★ মুর্শিদাবাদ

পত্র নং—২৬৫/আই সি ডি এস/ এফ কে কে তাং ২৫/০৭/০৬

বিজ্ঞপ্তি

ফারাক্কা পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার সকলকে এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, ফারাক্কা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকার স্বেচ্ছামূলক পদে নিযুক্তির জন্য কেবলমাত্র মহিলা প্রার্থীদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত শর্তে আবেদন পত্র আহ্বান করা হইতেছে। এই নিযুক্তি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবামূলক। একাজে নিযুক্ত কোন কর্মী/সহায়িকা কোন মতেই সরকারী কর্মীরূপে গণ্য হইবেন না।

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণে ২৬/০৭/০৬ থেকে ২১/০৮/০৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন উপযুক্ত রসিদের বিনিময়ে প্রার্থীর নাম, ঠিকানা ও পদের নাম উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত জমা দিতে হইবে।

স্বাঃ

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক,
ফারাক্কা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

স্মারক নং ৪৫১(২) তথ্য/মুর্শিঃ তাং ২৮/০৭/০৬

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ গোপালনগরে পীচ রাস্তা লাগোয়া ৭ শতক এবং জঙ্গিপুর পুরসভার ছোটকালিয়ায় অঞ্চলে ভদ্র পরিবেশে পীচ রাস্তা লাগোয়া ১৯ শতক জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগ—মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৪৮৭৬৯১

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মিয়াপুরে দাস বিড়ি ফ্যাক্টরী লাগোয়া ৺কালী বাড়ীর সম্মুখে ৭½ শতক জায়গা অতি শীঘ্র বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ—

মহিমারঞ্জন বড়াল
এস. টি. ডি ০৩৪৮৩, ফোন নং ২৬৬১২২

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের পুরোনো বিল্ডিং এর (পূর্বতন স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম) লোহার তীর-বরগা, ইট, দরজা-জানালা ইত্যাদি সরঞ্জাম আগামী ৬ আগষ্ট '০৬ রবিবার বেলা ৩টায় নিলাম ডাকে বিক্রী করা হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ঐ দিন নির্দিষ্ট সময় স্কুলে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হচ্ছে।

সম্পাদক,
রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।